বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) নির্মাণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা-২০১৩

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০১৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	১
২।	উদ্দেশ্য	১
৩।	সংজ্ঞা	১
৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল এর কার্যাবলী	২
৫।	অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের নির্দেশনাবলী	২
৬।	অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) স্থাপনের/নির্মাণের লাইসেন্স প্রদানে আবেদনকারীর শর্তাবলী	২-৩
৭।	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ঃ	৪-৫
৮।	অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া	৬
৯।	প্রাক অনুমোদন কার্যক্রম	৬
১০।	অনুমোদন প্রক্রিয়া ঃ	৭
১১।	অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম	৭
১২।	বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণকারী কর্তৃক আদায়যোগ্য শুল্ক হার/ট্যারিফ	৭
১৩।	লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও পরিশোধের নির্দেশাবলী	৮
১৪।	বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল	৮

বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) নির্মাণ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে নদী পথে কন্টেইনার পরিবহনের কোন সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে বিদ্যমান নেই। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে বার্ষিক আমদানী রপ্তানীকৃত মালামালের পরিমাণ প্রায় ১৫·০০ লক্ষ TEUs (Twenty Feet Equivalent Units) যা ক্রমবর্ধমান। সড়ক ও রেলপথে দেশাভ্যন্তরে পরিবাহিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে নৌ-পথে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার মত কোন কন্টেইনার টার্মিনাল না থাকায় কন্টেইনার ট্রেডটি ইনল্যান্ড শিপিং এর মাধ্যমে বিস্তৃত হয়নি।

বেসরকারী উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মিত হলে পরিবহন ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় হবে। সড়ক পথে পণ্য পরিবহনের চাপ অনেকাংশে কমে যাবে। নদী পথে কন্টেইনার পরিবহনের ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে। এ কারণে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করার সরকারী নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারী পর্যায়ে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) স্থাপন ও পরিচালনাকে উৎসাহিত করা এবং সকলের জন্য সমনীতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) স্থাপনে সহায়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ল্যান্ডিং ও শিপিং সুবিধাসহ অনুরূপ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় গতিশীলতা এবং ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর/নাব্য নৌ-চ্যানেল/নৌ-পথের তীরে বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের অনুমতি প্রদান, নবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

২। **উদ্দেশ্য ঃ**

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টর্মিনাল স্থাপনে অনুসরণীয় নীতি পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক সহায়তা প্রদান ;

- ব্যবসা-বাণিজ্য, ল্যান্ডিং ও শিপিং সুবিধাসহ অনুরূপ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় গতিশীলতা আনয়ন ;

- ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ও নদী বন্দরের সীমানাভুক্ত তীরভূমিতে বা নদী বন্দর সীমানা বহির্ভূত নাব্য নৌ-চ্যানেলের তীরভূমি ও তৎসংলগ্ন জায়গায় বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের সমসুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

৩। **সংজ্ঞা ঃ**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়–

(ক) "জাহাজ" বলতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ord. No. LXXII of 1976) এ বর্ণিত জাহাজকে এবং Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ord. No. LXXVI of 1983) এর আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবহারকারী জাহাজকে বুঝাবে ;

(খ) "লাইসেন্স" বলতে Port Rules 1966 এর ৫৫ নং বিধিতে উল্লিখিত তীরভূমিতে বা নদীরতীরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী জেটি/টার্মিনাল নির্মাণ এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিকে বুঝাবে ;

(গ) "BIWTA'' বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ord. No. LXXV of 1958) এর Section 3(1) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Inland Water Transport Authority বুঝাবে।

(ঘ) "অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (আইসিটি)" বলতে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ও নদী বন্দরের সীমানাভুক্ত তীরভূমিতে বা নদী বন্দর সীমানা বহির্ভূত নাব্য নৌ-চ্যানেলের তীরভূমি ও তৎসংলগ্ন জায়গায় গড়ে উঠা কাস্টমস বন্ডেড কন্টেইনার টার্মিনালকে বুঝাবে যেখানে বন্দর থেকে জাহাজের মাধ্যমে আগত কন্টেইনার ল্যান্ডিং (জাহাজ থেকে নামানো) করা যায় এবং অনুরূপভাবে কন্টেইনার শিপমেন্ট (জাহাজে বোঝাই) করা যায়।

আমদানীকৃত মালামাল আনস্টাফিং করা যায়, আনস্টাফিংকৃত মালামাল টার্মিনাল অভ্যন্তরে (টার্মিনালের ইয়ার্ডে/ওয়্যার হাউজে/শেডে/খোলা জায়গায়) সংরক্ষণ করা যায় এবং আমদানীকারকের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে খালাস করা যায়।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারকের বোঝাইকৃত কন্টেইনার বা রপ্তানীযোগ্য পণ্য কন্টেইনারে স্টাফিংয়ের পূর্বে সংরক্ষণ করা যায় এবং পরবর্তীতে স্টাফিং পূর্বক কন্টেইনারসমূহ জাহাজে বোঝাই করা যায়।

৪। **অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল এর কার্যাবলী ঃ**

(ক) বেসরকারি আইটিসি পরিচালনাকারী কন্ট্রাক্ট এ্যাক্ট, ১৮৭২ অনুযায়ী একটি বন্দর/টার্মিনালের দায়িত্ব পালন করবে এবং কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করবে ;

(খ) কন্টেইনার জাহাজের মাধ্যমে কন্টেইনার গ্রহণ (ল্যান্ডিং) করা এবং অনুরূপভাবে কন্টেইনার বিতরণ (শিপমেন্ট) করা ;

(গ) সাময়িক সময়ের জন্য মালামাল এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও গুদামজাত করা ;

(ঘ) কার্গো ষ্টাফিং, আন ষ্টাফিং ও কনসোলিডেশন কার্যাবলী সম্পাদন করা ;

(ঙ) নৌ, সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে কন্টেইনার বিতরণ/পরিবহন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সহায়তা করা ;

(চ) কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সম্পাদন করা ;

(ছ) কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট হ্যান্ডলিং কার্যাবলী সম্পাদন করা ;

(জ) কাস্টমস সুবিধাদিসহ কাস্টমস অনলাইন ব্যবস্থাদি স্থাপন নিশ্চিত করা ;

(ঝ) কন্টেইনার এ রপ্তানীযোগ্য ও আমদানীকৃত মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৫। **অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের নির্দেশনাবলী ঃ**

(ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বেসরকারি উদ্যোগে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ/স্থাপন করা যাবে না ;

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কন্টেইনার ট্রেডের জন্য নৌ-কন্টেইনার টার্মিনালের চাহিদা, সংখ্যা, ক্যাপাসিটি ইত্যাদি নির্ধারণ করা হবে ;

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনালের চাহিদা নিরূপণ করে একটি অংশ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ সরকারের জন্য সংরক্ষিত রাখবে ;

(ঘ) প্রতি দুই বছর অন্তর অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনালের চাহিদা পুনঃ নির্ধারণ করা হবে ;

(ঙ) বেসরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) নির্মাণের আবেদন পাওয়া গেলে ০২ (দুই) বছর পর পর নবায়নের ভিত্তিতে অনুমতি দেয়া যাবে ;

(চ) প্রাথমিকভাবে অনুমোদনের মেয়াদ হবে ২৫ বৎসর। তবে প্রতি বছর লাইসেন্স বাবদ একটি নির্দিষ্ট ফি বা লাইসেন্স ফি কার্যকর হবে ;

(ছ) অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের জন্য নদী তীরবর্তী সরকারি জমি বিধি মোতাবেক ইজারা গ্রহণ করতে হবে ;

(জ) ব্যক্তিগত মালিকানা ভূমি বা ক্রয়কৃত ভূমির মূল্য বিদ্যমান বাজার দর অনুসারে নির্ধারিত হবে ;

(ঝ) ICT flood water level হতে ন্যূনতম ১ মিটার উচ্চতায় নির্মাণ করতে হবে।

৬। **অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) স্থাপনের/নির্মাণের লাইসেন্স প্রদান আবেদনকারীর শর্তাবলী ঃ**

(ক) বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল (ICT) স্থাপন/নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা/প্রতিনিধিকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বা কন্টেইনার পরিবহন কাজে অভিজ্ঞদের/অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আগ্রহী বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ–

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার/কার্গো পরিবহন ও হ্যান্ডলিং কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকবে হবে ;

অথবা

মালবাহী জাহাজের বৈধ মালিক/চার্টার এজেন্ট/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ;

অথবা

শিপিং লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌ-বাণিজ্যিক কাজে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ;

(খ) আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত ইকুইপমেন্ট নিজস্ব অথবা ভাড়ায় ব্যবহারের যোগ্যতা থাকতে হবে। এ সকল হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট টার্মিনাল চালুর ৩ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ/সংস্থাপন করতে হবে ঃ–

১। ৫০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল হারবার ক্রেন/শীপসোর গেন্ট্রি/পোর্টাল ক্রেইন-টুইস্ট লকসহ ২০'/৪০' স্প্রেডারসহ ০২টি।

২। ৩০-৪০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্রন্টইন্ড লোডার ২টি এবং সাইড লোডার অথবা রীচ স্টাকার ০২টি।

৩। ৩-৫ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফর্ক লিফট ০৫টি।

৪। ২০' ও ৪০' লোড কন্টেইনার বহনের জন্য ট্রাকটর/ট্রেইলর ০৮টি।

৫। স্টাডেল ক্যারিয়ার (4 High/Reach Stacker (3 High) ০৪টি।

৬। রেল মাউন্টেড ইয়ার্ড গ্রেইনট্রি ক্রেন/রাবার টায়ার্ড ইয়ার্ড গ্রেইনট্রি ক্রেন ০৩টি।

(গ) আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গা এবং ঐ জায়গায় নিম্ন বর্ণিত ভৌত অবকাঠামো তৈরীর পরিকল্পনা থাকতে হবে।

(১) ন্যূনতম ১৫ একর নিজস্ব জমি বা লীজকৃত জমি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাস জমি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে ভূমি মন্ত্রণালয় খাস জমি ইজারা দিতে পারে। নদী বন্দর সীমানাভুক্ত জমি অর্থাৎ নদীর তীরবর্তী জায়গা বিআইডব্লিউটিএ হতে অনুমতি/লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(২) ন্যূনতম ৫% রিফার (Reefer) কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য প্লাগপয়েন্ট এবং আমদানী কন্টেইনার, রপ্তানী কন্টেইনার ও খালি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত আয়তনের যথোপযুক্ত ইয়ার্ড নির্মাণ করতে হবে। সমগ্র ইয়ার্ড জলাবদ্ধতা মুক্ত হতে হবে এবং আধুনিক ড্রেনেজ সিস্টেমের ব্যবস্থা থাকতে হবে ;

(৩) পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদাম, সিএফএস (Container Freight Station), সাইড ওপেন সেড ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে ;

(৪) ভারী ট্রাক ও ট্রেইলার চলাচল উপযোগী অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। যানবাহনের সুষ্ঠু চলাচল, কন্টেইনার মুভমেন্ট ও হ্যান্ডলিং এর জন্য আইসিটি'র অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিসরে যন্ত্রাদি চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে।

(৫) নদীতে নৌ চ্যানেলে সোরের কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। প্রয়োজনে সোর অভ্যন্তরে বেসিন সৃষ্টি করে জেটি করা যাবে।

(৬) কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত বাউন্ডারী ওয়াল, গার্ড সেড এবং প্রবেশ ও বাহির পথের গেইট নির্মাণ করতে হবে ;

(৭) অপেক্ষমান যানবাহনের পার্কিং এর জন্য আইসিটি'র অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিসরে ট্রেইলরের পার্কিং সুবিধাসহ টার্মিনালের বাইরে প্রশস্ত গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে ;

(৮) হেভী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ড ও প্যাভমেন্ট (Pavement) নির্মাণ করতে হবে ;

(৯) টার্মিনালের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করতে হবে। উন্নত সেবা প্রদানের জন্য সমুদ্র, নৌ, স্থল ও বিমান বন্দর, ব্যাংক, বীমা, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও টার্মিনাল ব্যবহারকারীদের সাথে টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও রেডিও টেলিকমিউনিকেশনের সুবিধাসহ আধুনিক ও উন্নত তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১০) অফিস ভবন নির্মাণ করতে হবে। এ অফিস ভবনের ভিতরে কাস্টমস, ব্যাংক, বীমা, সিএন্ডএফ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিসরের জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১১) পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থাসহ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখতে হবে ;

(১২) আইসিটি এলাকা কাস্টমস বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা থাকতে হবে এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে ;

(১৩) ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার/লীজ/অধিগ্রহণ যেকোন ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত প্রচলিত আইন/বিধি/সার্কুলার/নীতিমালা মেনে চলতে হবে ;

(১৪) আইসিটির জেটি এলাকায় সারা বৎসর ড্রেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইসিটিকে শর্ত সাপেক্ষে ড্রেজিং-এর অনুমতি দিবে।

৭। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ঃ

৭.১। শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে আইসিটি এর সম্পর্ক ও দায়িত্ব ঃ

ক) আইসিটি কাস্টমস বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষিত হতে হবে। কাস্টমস বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পালন করতে হবে।

খ) আমদানীকৃত কন্টেইনারের মেনিফেস্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর আইসিটি-এ তা গৃহীত হবে।

গ) শুল্ক কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানী কন্টেইনার/পণ্য খালাস ও রপ্তানী কন্টেইনার/পণ্য জাহাজে বোঝাই করতে হবে।

ঘ) এম এল ও (Main Line Operator) অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টকে/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারগণের সাথে যৌথভাবে মালামালের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ঙ) কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এবং মূসক আইন ১৯৯১ সহ কাস্টমস সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন/নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

চ) আইসিটি কর্তৃক শুল্ক কর্তৃপক্ষকে বিনা ভাড়ায় স্পেস/কক্ষ এবং সিএন্ডএফ এর জন্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিতে হবে।

ছ) অখালাসকৃত/দীর্ঘদিন পড়ে থাকা মালামাল ১৯৬৯ সনের কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধান অনুসারে নিলাম করার অধিকার সরকারে থাকবে।

৭.২। **বিনিয়োগ বোর্ড/বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইসিটি এর সম্পর্ক ঃ**

ক) আইসিটি প্রকল্প স্থাপনের পূর্বেই বিনিয়োগ বোর্ডে/বেপজায় নিবন্ধিত হতে হবে।

খ) আইসিটি প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত স্থান নির্বাচনের পূর্বেই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিতে হবে।

গ) আইসিটি-এ কোন বিদেশী নাগরিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত বিদেশী নাগরিকের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড থেকে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩। **বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স ও ব্যাংকিং কর্তৃপক্ষের সাথে আইসিটি এর সম্পর্ক ঃ**

ক) বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম/লেনদেন বাংলাদেশে বলবৎ সকল আইন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সার্কুলারসমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী আইসিটি পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিটি এর আর্থিক বিষয়াবলী পরীক্ষা/পরিদর্শন করতে পারবে।

খ) আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতিক্রমে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক আইসিটি এলাকায় তার শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করতে পারবে। আর্থিক বিষয়ে যে কোন সময়ে বা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।

গ) আইসিটি-এ আগত বা আইসিটি থেকে কন্টেইনার/কার্গো নির্গত ও সংরক্ষণকালীন সময়ের বীমা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত বীমা আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

ঘ) আইসিটি মালিককে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮/এ বা ১৮/বি ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিপত্র নিতে হবে এবং বার্ষিক নবায়নের ক্ষেত্রে অনুমতি ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন স্টেটমেন্ট দাখিল করতে হবে।

৭.৪। **ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/মেইন লাইন অপারেটর** (Main Line Operator) **এর সাথে আইসিটি সম্পর্ক ঃ**

ক) ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/মেইন লাইন অপারেটরগণ শুল্ক কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সধারী হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইসিটি এর নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করা পূর্বক তালিকাভুক্ত হতে হবে ;

খ) শুল্ক কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সধারী ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলওদের মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলও কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইসিটি-এর কাছে দাখিলকৃত আমদানী মেনিফেষ্ট অনুযায়ী আইসিটিকে কন্টেইনার/কার্গো গ্রহণ করতে হবে।

গ) যে কোন ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলও কর্তৃক রপ্তানীযোগ্য কার্গো/কন্টেইনার আইসিটি এ সংরক্ষণ করা যাবে।

ঘ) ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলও কর্তৃক আইসিটিকে অগ্রীম আমদানী মেনিফেস্ট দিতে হবে।

ঙ) রপ্তানীর ক্ষেত্রে কন্টেইনার/কার্গো গ্রহণের বিপরীতে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলও (Main Line Operator)/রপ্তানীকারকদের টার্মিনাল রিসিট প্রদান করতে হবে।

চ) প্রয়োজনে কার্গো/কন্টেইনার সংশ্লিষ্ট প্রি-ইন্সপেকশান/পোস্ট-ইন্সপেকশান (Pre-inspection/Post inspection) সার্ভে করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) আইটি এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/এমএলওদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকতে হবে।

জ) অনিষ্পন্ন/ব্যবহার অনুপযোগী খালী কন্টেইনার ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/মেইন লাইনের আওতায় আইসিটি পরিচালনাকারীকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

৭.৫। আইসিটি এর সাথে সিএন্ডএফ এজেন্টদের সম্পর্ক ঃ

(ক) সিএন্ডএফ এজেন্টগণ শুল্ক কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সধারী হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইসিটি-এর নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করা পূর্বক তালিকাভুক্ত হতে হবে ;

(খ) আইসিটি কর্তৃক আইনানুগভাবে অনুসৃত কর্মপদ্ধতি সিএন্ডএফ এজেন্টসমূহকে পালন করতে হবে।

(গ) আমদানী পণ্য খালাস ও রপ্তানী পণ্য জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য আইসিটি পরিচালনাকারী ও সিএন্ডএফ এজেন্টগণ শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত দলিলাদি ব্যবহার করবে।

(ঘ) মালামাল ও কন্টেইনারের ওপর আরোপযোগ্য সরকার নির্ধারিত যাবতীয় মাশুল, শুল্ককর ও আইসিটি এর চার্জ ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করার পর ব্যাংক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে মালামাল/কন্টেইনার ছাড়/প্রেরণ করতে হবে।

৭.৬। আমাদানীকারক ও রপ্তানীকারক এর সাথে আইসিটি-এর সম্পর্ক ঃ

(ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী আমদানী মালামালের ক্ষেত্রে আমাদানীকারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে নোটিশ প্রদান করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল ছাড় না করলে নিলামের লক্ষ্যে আইসিটি পরিচালনাকারীকে আইন/বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(খ) রপ্তানীর লক্ষ্যে সংরক্ষিত মালামাল/কন্টেইনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ষ্টাফিং/জাহাজীকরণ না হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রচলিত বিধি-বিধান/নির্দেশনা অনুযায়ী আইসিটি পরিচালনাকারীকে শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত মালামালের/কন্টেইনার নিলাম/নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিতে হবে।

(গ) মানুষের ব্যবহার অনুপযোগী কিংবা বাণিজ্যিক মূল্যহীন মালামাল সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ী আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক তথা এমএলও-কে অবহিত করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে যথাযথ পদ্ধতিতে আইসিটি পরিচালনাকারীকে সংশ্লিষ্ট পণ্য ধ্বংসকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ঘ) সংরক্ষিত মালামাল খোয়া/হারানো/কমপ্রাপ্তি/নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে আমদানী ও রপ্তানীকারক কর্তৃক পেশকৃত দাবী সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত প্রবিধানমালা অনুযায়ী আইসিটি পরিচালনাকারীকে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ শুল্কায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করবে এবং আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্ট উক্ত কাজে সহায়তা করবে।

(ঙ) ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (Import General Manifest) ঘোষণার তুলনায় পণ্য কম/বেশী আমদানীর বিষয়টি অর্থাৎ মেনিফেস্ট ক্লিয়ারেন্স দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত হতে হবে।

৭.৭ কন্টেইনার পরিবহন সংস্থা/অপারেটর-এর সাথে আইসিটি এর সম্পর্ক ঃ

ক) কন্টেইনারসমূহ সংশ্লিষ্ট এমএলও/শিপিং এজেন্টগণ নিজ দায়িত্বে আইসিটি থেকে বের করবে ও বাহির থেকে আইসিটিতে প্রবেশ করবে। তবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই কাজটি আইসিটি অপারেটর কিংবা পরিবহন ঠিকাদার-এর মাধ্যমেও এমএলও (Main Line Operator) শিপিং এজেন্টগণ করতে পারবেন।

খ) পরিবহনকালে ব্যবহৃত যানবাহন অবশ্যই নিরাপদ বিধিবদ্ধ মানসম্পন্ন ও যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত হতে হবে।

গ) ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য যথাযথ ইন্সুরেন্স কভারেজ থাকতে হবে।

৭.৮। আইসিটি এর সেফটি ও সিকিউরিটি ঃ

ক) কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও আন্যান্য বিধি বিধান অনুযায়ী আইসিটি এলাকা নিরাপত্তা দেয়াল পরিবেষ্টিত হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স স্থাপন করতে হবে।

খ) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

গ) বিপজ্জনক ও বিষ্ফোরক জাতীয় মালামাল/কন্টেইনার সংরক্ষণ/হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ডেনজারাস গুডস (আই এম ডিজি) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ঘ) অগ্নিনির্বাপন ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত শর্ত ও নমুনা অনুযায়ী অগ্নি নির্বাপনের প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা থাকতে হবে। নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস না থাকলে জরুরী প্রয়োজনে তা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্থানীয় ক্লিনিক/হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইসিটি এর চুক্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চ) আইএসপিএস কোড অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৯। আইসিটি এ শ্রমিক নিয়োগ ঃ

ক) প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় শ্রমিক নিয়োগ, মজুরী ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮। অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ঃ-

আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ চেয়ারম্যান, BIWTA- এর নিকট আবেদন করতে হবে ঃ

(ক) উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টসহ প্রজেক্ট প্রোফাইলের কপি ;

(খ) স্ট্রাকচারাল লে-আউট প্লান ;

(গ) ব্যবহৃতব্য কন্টেইনার হ্যান্ডিলিং ইকুইপমেন্টের বিস্তারিত বর্ণনা ;

(ঘ) আবেদনকারীর ৩ কপি ছবি ;

(ঙ) আয়কর, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং রিটার্ন সার্টিফিকেট;

(চ) ট্রেড লাইসেন্স ;

(ছ) অভিজ্ঞতার সনদপত্র/সনদপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ;

(জ) বিনিয়োগকারী কর্তৃক যথাসময়ে বিনিয়োগের গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাংকের Performance Gurantee ;

(ঝ) জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো/জনবলের বিবরণী ;

(ঞ) পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র।

৯। **প্রাক-অনুমোদন কার্যক্রম ঃ**

অনুচ্ছেদ নং-৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরী নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের আবেদন পাওয়া গেলে ঐ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য "BIWTA"র নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রাথমিক কমিটি গঠন করতে হবে।

১।	পরিচালক, বন্দর ও পরিবহন বিভাগ	–	আহ্বায়ক
২।	পরিচালক, নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ	–	সদস্য
৩।	প্রধান প্রকৌশলী (পুর)	–	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট বন্দর/ট্রাফিক কর্মকর্তা	–	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ-

১। আবেদনের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা ;
২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা যাচাই করা ;
৩। কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থান/জায়গা সরেজমিন পরিদর্শন করা ;
৪। কন্টেইনার জাহাজ আগমনে/নির্গমনে ব্যবহৃত নৌ-পথের নাব্যতা বিষয়ে পর্যালোচনা করা ;
৫। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের বিষয়াদি পর্যালোচনা করা ;

১০। **অনুমোদন প্রক্রিয়া ঃ**

আবেদনের বিষয়ে প্রাথমিক কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন নিমিত্ত পেশ করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	–	চেয়ারপারসন
২।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ	–	সদস্য
৩।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	–	সদস্য
৪।	চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	–	সদস্য
৫।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)।	–	সদস্য
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি (সদস্যের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৭।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	–	সদস্য
৮।	সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক	–	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১। প্রাথমিক কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা ;

২। অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন ;

৩। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি ;

১১। অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম

১. অনুমোদন কমিটির সিদ্ধান্ত BIWTA তে প্রেরিত হবে। বিআইডব্লিউটিএ Port Rules-1966 অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি বিধান অনুযায়ী আবেদনকারীর নামে চূড়ান্ত লাইসেন্স জারী করবে।

২. এ বিষয়ে BIWTA-এর সাথে আবেদনকারী/পার্টির চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

৩. সমগ্র কন্টেইনার টার্মিনালের লে-আউট প্লান, ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইন ইত্যাদি BIWTA অনুমোদন করবে এবং এ সংস্থার তদারকীতে টার্মিনালের কাজ সম্পন্ন হবে।

৪. চুক্তি সম্পাদনের ০৩ বৎসরের মধ্যে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে টার্মিনাল চালু করতে হবে।

৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কন্টেইনার টার্মিনাল চালু করতে ব্যর্থ হলে যথোপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সময় বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করতে হবে।

৬. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সময় বর্ধিতের আবেদন করতে ব্যর্থ হলে/ টার্মিনাল চালু করতে ব্যর্থ হলে পার্টির Performance Gurantee বাজেয়াপ্ত করা হবে। কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনাকারীর সন্তোষজনক কার্যাবলী মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতি ০২ (দুই) বছর পর পর লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে।

৭. লাইসেন্স গ্রহীতা নবায়নের জন্য BIWTA-এর নিকট আবেদন করবে। BIWTA তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. আইসিটি কর্মকান্ড মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মনিটরিং কমিটি থাকবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উক্ত কমিটিতে আইসিটি সমিতির প্রতিনিধি ও বিজিএমইএ, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারি ও ফেডারেশনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবেন।

৯. আইসিটি উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি আরবিট্রেশন কমিটি থাকবে। তবে আরবিট্রেশন কমিটির যে কোন ০৩ (তিন) জন সদস্য সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন।

১২। বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণকারী কর্তৃক আদায়যোগ্য শুল্ক হার/ট্যারিফ

বেসরকারি পর্যায়ে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর জন্য সরকার একটি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ট্যারিফ/ শুল্ক ঘোষণা করবে। সে অনুযায়ী কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনাকারীকে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং শুল্ক/ট্যারিফ আদায় করতে হবে। তবে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী বা কম হারে শুল্ক আদায় করা যাবে না। সরকার সময় সময় এই শুল্ক/ট্যারিফ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

১৩। লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও পরিশোধের নির্দেশাবলী ঃ

১. Port Act ১৯০৮, Port Rules ১৯৬৬ এবং নৌ-সংরক্ষণ এবং পথ নির্দেশনা (পাইলটেজ) ফিস বিধিমালা ২০০৩ অনুযায়ী কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য বাৎসরিক লাইসেন্স ফি/অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ করা হবে।

২. কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণকারীকে পঞ্জিকা বর্ষের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে পরবর্তী বৎসরের কন্টেইনার জেটি/টার্মিনাল দ্বারা পরিবাহিত মালামালের পরিমাণ মূল্যায়ন করে BIWTA 'র নির্ধারিত হারে অগ্রীম লাইসেন্স ফি/শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

৩. নতুন বছরের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে টার্মিনাল পরিচালনাকারী পূর্ববর্তী বৎসরের কন্টেইনার টার্মিনাল দ্বারা পরিবাহিত মালামালের হিসাব বর্ণনা করে প্রমানাদিসহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৪. BIWTA কর্তৃক গঠিত কমিটি উক্ত রিটার্ন পরীক্ষা/নিরীক্ষা করবে।

৫. কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে যাচাই বাছাই করে প্রকৃত কন্টেইনার মালামালের পরিমাণ নিরূপন করবে এবং তদনুসারে টার্মিনাল পরিচালনাকারীকে অবহিত করবে। কমিটি কর্তৃক নিরূপিত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ৩০ দিনের মধ্যে টার্মিনাল পরিচালনাকারীকে মালামালের শুল্ক বাবদ পরিশোধিত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় করা হবে।

৬. কমিটি কর্তৃক প্রকৃত কন্টেইনার মালামালের পরিমাণ নিরূপনের বিষয়ে টার্মিনাল পরিচালনাকারীর কোন ধরনের আপত্তি থাকলে আপত্তির কারণ বর্ণনা করে উহার সম্পর্কে যুক্তি, তথ্য ও কাগজপত্রসহ ১০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট আপীল আবেদন করতে হবে।

৭. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ১৫ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা যাবে ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন/নির্মাণের লাইসেন্স ফি'র টাকা অগ্রীম পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ;

(খ) যে উদ্দেশ্যে লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করলে বা কোন অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করলে বা করার অনুমতি দিলে ;

(গ) যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম বন্ধ রাখলে/থাকলে ;

(ঘ) লাইসেন্সে আরোপিত অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদিতব্য চুক্তিনামায় আরোপিত যেকোন শর্ত ব্যত্যয় বা ভংগ করলে ;

(ঙ) সময় সময় সরকারের জারীকৃত আদেশ নিষেধ পালনে ব্যর্থ হলে ;

(চ) ইজারাকৃত/অধিগ্রহণকৃত জমির দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলে ;

(ছ) পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে আইসিটি স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত ভূমি অন্যত্র হস্তান্তর করা যাবে না । অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ও করা যাবে না।

১৫। ক) এই নির্দেশিকার আওতায় যারা লাইসেন্স পাবেন বা পেয়েছেন তারা কোনরূপ হস্তান্তর পরিবর্তন বা পরিমার্জন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে।

খ) ইতঃপূর্বে যারা বেসরকারী অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনালের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা এই নির্দেশিকার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-কম্পিউটার শাখা (এ)-৮৮৯/২০১৩-২০১৪/সিঃ-০৬-০৫-২০১৪-১০০ (একশত) বই।